খ্রীস্টীয় ক্ষমা

(Christian Forgiveness)

আদিপুস্তক ৫০:১৫-২১ পদ

গত সপ্তাহে আমরা আদিপুস্তক ৫০ অধ্যায় থেকে যাকোব ও যোষেফের মৃত্যুর বিষয় শিখেছি। তাদের উভয়ের মৃত্যুর পরবর্তী প্রত্যাশা থেকে আমরা আমাদের মৃত্যুকে কোন দৃষ্টিকোন থেকে দেখব, তা শিখেছি। মৃত্যু এখনও আমাদের শেষ শত্রু হলেও, তা শেষকথা নয়। কারণ আমাদের পরিবর্তে খ্রীস্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা, পাপের হূল যে মৃত্যু, সেই হূলকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। আর তাই, বিশ্বাসী আমাদের কাছে মৃত্যু হল, পূর্ণমাত্রায় অনন্ত জীবনে প্রবেশ এবং সেই প্রবেশের পর আমাদের আর পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় না। কারণ, মৃত্যুর মুহূর্তে বিশ্বাসী আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হই, এবং আমাদের যে দেহ থেকে আমরা সাময়িক বিচ্ছিন্ন হই, যাকে খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দিনে আমরা পুনরায় লাভ করি, তার পুনরুত্থানের দেহে রূপান্তরিত হবার অপেক্ষা করি। তাই, যাকোব ও যোষেফের ন্যায় খ্রীস্টাবিশ্বাসী আমাদেরও মৃত্যু-পরবর্তী প্রত্যাশা স্পষ্ট।

কিন্তু বিশ্বাসী আমরা কেবল মৃত্যু-পরবর্তী প্রত্যাশায় জীবন যাপন করি না। পৃথিবীর মাটিতে আমরা যে সামান্য কাল কাটাই, সেই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যে অসংখ্য কাজ করতে হয়, সে সমস্ত কাজের সুষ্ঠ সম্পাদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর মাটিতে আমাদের জীবনের সামান্য কালকে গীতরচক এইভাবে বর্ণনা করেছে, *"আমাদের আয়ুর পরিমাণ সত্তর বৎসর, বলযুক্ত হলে আশি বৎসর হতে পারে; তথাপি তাদের দর্প ক্লেশ ও দুঃখ মাত্র, কারণ তা বেগে পলায়ন করে, এবং আমরা উড়ে যাই।"* এই যে জীবন আমরা পৃথিবীর মাটিতে যাপন করি, তা আমরা কীভাবে যাপন করব, তা আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যবর্তী অংশ, তথা ১৫-২১ পদে দেখতে পাই, যেখানে তাদের পিতা যাকোবের মৃত্যুর পর আমরা যোষেফ ও তার দাদাদের মধ্যে বাক্যালাপ দেখতে পাই। আজ এই শাস্ত্রাংশ ব্যাখ্যার মাধ্যমে পৃথিবীর মাটিতে জীবন-যাপনে আমাদের সঠিক মনোভাব, তথা ক্ষমা সম্বন্ধে আমরা শিখব।

ক। ক্ষমা করা ও ক্ষমা পাওয়া

বিশ্বাসী আমরা কি আমাদের বিভিন্ন পাপের শাস্তি ভোগের ভয়ে জীবন যাপন করব? কিংবা, যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পাপ করে, আমরা কি তাদের ক্ষমা করা থেকে দূরে থাকি? এই দুটি প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এদের দ্বারা পৃথিবীর মাটিতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর জীবন যাপনে মনোভাবের পার্থক্য স্পষ্ট ফুটে ওঠে। আসুন, এই দুই প্রশ্নের উত্তর পেতে, আমরা যোষেফের দাদাদের সঙ্গে যোষেফের বাক্যালাপ আলোচনা করি।

তাদের পিতা যাকোবের মৃত্যুর পর, যোষেফের দাদাদের মনে পুরানো দুঃশ্চিন্তা পুনরায় উঁকি মারল। আর তাদের সেই পুরানো দুঃশ্চিন্তা হল, যোষেফ কি তাদের সত্যি ক্ষমা করেছে, না কি যোষেফের প্রতি তারা যে অপরাধ করেছে, তার প্রতিশোধ নিতে যোষেফ দিন গুনছে? তারা মনে মনে যে ভয় পেয়েছিল, তা হল, এতকাল পিতা জীবিত থাকায় সেই প্রতিশোধ গ্রহণে যোষেফ বিলম্ব করেছে, কিন্তু এখন সময় এসেছে, যখন সে তাদের অপরাধের যোগ্য প্রতিফল দিতে চলেছে। তাই, তারা নিজেরা এসে সে বিষয়ে যোষেফের সঙ্গে আলোচনা করতে দ্বিধা করেছে, একজন বার্তাবাহককে পাঠিয়ে তারা আকারে-প্রকারে তাদের দুঃশ্চিন্তার কথা যোষেফকে জানিয়েছে। সেই মধ্যস্থকারী ব্যক্তির মাধ্যমে তারা যোষেফকে যে কথা জানিয়েছে, তা হল, *"তোমার পিতা মৃত্যুর আগে এই আদেশ দিয়েছিলেন, 'তোমরা যোষেফকে এই কথা বোলো, তোমার ভাইরা তোমার অপকার করেছে, কিন্তু বিনয় করি, তুমি তাদের সেই অধর্ম ও পাপ ক্ষমা কোরো।' অতএব, এখন আমরা বিনয় করি, তোমার পিতার ঈশ্বরের এই দাসদের অধর্ম ক্ষমা কর"* (১৬-১৭ পদ)।

যতদূর সম্ভব, যাকোব তার মৃত্যুর পূর্বে এমন কোনও কথা বলেনি। যদি এটা যাকোবের কথা হত, তাহলে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যাকোব তার মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই যোষেফকে সরাসরি সেই কথা বলে যেত। যাইহোক, তাদের এমন সন্দেহের কারণ যোষেফের কোনও আচরণ নয়, কিন্তু তাদের নিজেদের অপরাধবোধ। যেহেতু, এমন পরিস্থিতিতে অপরকে ক্ষমা করা ও অপরের অপরাধ ভুলে যাওয়া যেহেতু তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, সেইহেতু তাদের মনে এই সন্দেহ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু তাদের এই সন্দেহ ও ভয় ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব। কারণ, যোষেফ তার ভাইদের অপরাধের প্রতিফল দিতে কোনও মতলব আঁটেনি। যোষেফ খোলা মনে তাদের অপরাধ ক্ষমা করেছে, তাই তাদের পাঠানো বার্তাবাহকের মুখে এই কথা শুনে যোষেফ যথেষ্ট ব্যথা পায়, সে তাদের কথা শুনে কাঁদতে বাধ্য হয়: ***তাদের এই কথায় যোষেফ রোদন করতে লাগল*** (১৭)। যোষেফ কেবল তাদের ক্ষমা করেনি, সে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক মিটমাট করেছে; যোষেফ তাদের ক্ষমা করার ভান করেনি। সম্পূর্ণ অর্থে যোষেফ তাদের ক্ষমা করেছিল। আদি ৩৫:১১ পদে, ঈশ্বর যাকোবকে তার বংশধরদের বিষয় যে 'জাতিসমাজের' প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা মেনে ভাইরা মিলেমিশে বসবাস শুরু করেছে।

এরপর তার কাছে এসে, তার সামনে প্রণিপাত করে যোষেফের দাদারা নিজেদেরকে যোষেফের দাস বলে পরিচয় দেয় (১৮ পদ), তখন যোষেফ তাদের যে কথা বলে, তার সারাংশ হল, সবই ঈশ্বর তাঁর আপন সার্বভৌমত্বে সাধন করেছেন: তারা যদিও যোষেফের বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করেছিল, কিন্তু তাঁর প্রজাদের জীবন রক্ষার্থে ঈশ্বর তা মঙ্গলের কল্পনা করেছেন (২০ পদ)। আর তাই, যোষেফ ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করে, তাদের শাস্তিদানের কাজ করতে পারে না। ঈশ্বর যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, যোষেফ কখনও তাঁর স্থান গ্রহণ করে তাদের অপরাধের প্রতিফল দিতে পারে না। তাদের ক্ষতি করার পরবির্তে, যোষেফ ঘোষণা করে, ***"তোমরা এখন ভয় পেয়ো না, আমিই তোমাদেরকে ও তোমাদের বালক-বালিকাদেরকে প্রতিপালন করব"*** (২১ পদ)। এমন অশ্চর্য দয়া যোষেফ তার ভাইদের প্রতি প্রদর্শন করে।

এই ঘটনা থেকে বিশ্বাসী আমাদের শেখার অনেক বিষয় আছে। কারণ, এই পৃথিবীর মাটিতে অনেকে আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পাপ করে থাকে, আমাদের প্রয়োজন যোষেফের মতো তাদের ক্ষমা করা। অন্যদিকে, আমরাও অনেক সময় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও অন্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পাপ করে থাকি, এবং সেই সমস্ত ক্ষেত্রে, আমাদের প্রয়োজন সঠিক অর্থে ক্ষমা লাভ করা ও সেই জ্ঞানে জীবন যাপন করা।

(১) যোষেফের মতো আমাদের ক্ষমা করতে হবে। প্রথমত, এখানে যোষেফ আমাদেরকে ক্ষমার অর্থ কী, তা প্রদর্শন করেছে। ক্ষমা করার অর্থ, যে পাপ ও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তাকে অস্বীকার করা বা তা না ঘটার ভান করা নয়; কিংবা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সেই পাপকে খাটো করাও নয়। এখানে, যোষেফ তার ভাইদের এমন কথা বলেনি, *"আমি জানি, তোমরা আসলে আমাকে কষ্ট দিতে চাওনি। তাই, তোমরা আমার প্রতি যে কাজ করেছ, তাতে কিছু আসে যায় না।"* না, যোষেফ তা বলেনি। একইসঙ্গে, যোষেফের প্রতি তাদের পিতার মুখাপেক্ষা অথবা যোষেফের স্বপ্ন দেখা ও সে বিষয় সোচ্চার হবার বাড়াবাড়ির কথাকে তার দাদারাও তাদের অন্যায় আচরণের অজুহাত হিসাবে উল্লেখ করেনি। পরিবর্তে, তারা যোষেফের প্রতি তাদের আচরণকে ***"অধর্ম ও পাপ"*** বলে স্বীকার করেছে, তার জন্য ক্ষমা চেয়েছে। যোষেফও তাদের বলেছে, ***"তোমরা আমরা বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করেছিলে।"*** অর্থাৎ, দাদারা তাদের পাপ স্বীকার করেছে, এবং যোষেফ তাদের সেই পাপ-স্বীকারোক্তি স্বীকার করেছে। তারা যে ভুল করে এমন কাজ করেছে, তা নয়; পরিবর্তে, তারা স্বীকার করেছে যে, প্রকৃত মন্দ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকৃত মন্দ কাজ সাধিত হয়েছে, এবং তার জন্য প্রকৃত খেসারত দিতে হয়েছে: অনের বৎসর দাসত্ব ও বন্দিত্বে কাটাতে হয়েছে, হৃদয়-বিদারক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে হয়েছে।

কেবল তা-ই নয়, তারা সকলেই স্বীকার করেছে যে, মন্দের বিচার প্রয়োজন। যোষেফ যখন এমন কথা বলেছে, ***"আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি*** (ঈশ্বরের স্থানে আছি, *Am I in the place of God?*) ***?"*** তখন তার দ্বারা যোষেফ যে কথা স্বীকার করেছে, তা হল, একমাত্র ঈশ্বরই মন্দের বিচার করার ক্ষমতার অধিকারী। ঈশ্বর পবিত্র ও ধর্মময় হওয়ায়, তিনি মন্দকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। তাদের পাপ ও অপরাধ তেমন বড়ো না

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হওয়ায় যে যোষেফ তাদের বিচার করেনি, তা নয়; কিন্তু যে কারণে যোষেফ তাদের বিচার করতে অস্বীকার করেছে, তা হল, ঈশ্বরই তাঁর ধার্মিকতায় সমস্তের বিচার করবেন। যোষেফের কথা থেকে আমরা আরও শিক্ষা পাই, যদিও তার দাদারা তার প্রতি প্রকৃত মন্দ কাজ করেছিল এবং সেই সমস্ত মন্দ কাজ শাস্তি পাবার যোগ্য ছিল; তথাপি, ঈশ্বর মন্দকে উত্তমে রূপান্তরিত করতে পারেন এবং তাদের বিচার করার পরিবর্তে ক্ষমা করতে পারেন।

(২) যোষেফের ভাইদের মতো আমাদের ক্ষমা পেতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই শাস্ত্রাংশ আমাদের ক্ষমা পাবার প্রয়োজনীয়তাকেও নির্দেশ করে। কারণ, আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এবং একে-অন্যের বিরুদ্ধে পাপ করেছি। মনে রাখতে হবে, আমরা যেন আমাদের সেই সমস্ত পাপকে 'ভুল করেছি' বলে ভার লাঘব করার চেষ্টা না করি। আমরা ইচ্ছা করে, সাহস করে, ও পূর্বপরিকল্পনা করেই পাপ করে থাকি। সেই সত্য উপলব্ধি করতে আমরা যদি ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা কেবল আমাদের বিরুদ্ধে অন্যদের পাপকেই দেখতে পাব, কখনও নিজেদের পাপকে দেখতে পাব না। ফলস্বরূপ, আমরা ক্ষমা চাইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা হয়ত অনেক অত্যাচার ভোগ করে চলেছি, তথাপি মনে রাখতে হবে, আমরা যদি আমাদের অপরাধ স্বীকার না করি, আমরা কখনও ক্ষমার আনন্দ উপভোগ করতে পারি না। লূক ৭:৪৭ পদে, আমাদের প্রভু বলেছেন, *"যার বেশি পাপ ক্ষমা করা হয়, সে বেশি প্রেম করে; কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম করে।"* সহজ কথায়, যে নিজে ক্ষমা পেয়েছে, সে অন্যকে ক্ষমা করতে জানে; কিন্তু ক্ষমা পেতে হলে, প্রথমে পাপ স্বীকার করতে হবে। আমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দোষারোপ করা হয়, বাস্তবে তাদের থেকে আমাদের পাপ অনেক বেশি গুরুতর। কারণ, যারা আমাদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে, তারা কেবল আমাদের বাহ্যিক আচরণ দেখতে পায়। কিন্তু গোপনে আমরা আমাদের হৃদয়ে অনেক বড়ো ও মন্দ পাপ করে থাকি। আমরা আমাদের প্রতিকূল পরিবেশের কারণে যে পাপ করি, তা নয়, কিন্তু আমাদের মন্দ হৃদয়ের কারণেই আমরা পাপ করে থাকি। মনে রাখতে হবে, এদেন উদ্যানের ন্যায় নিখুঁত পরিবেশেই প্রথম পাপ সাধিত হয়েছিল।

আমরা যে সমস্ত পাপ করেছি, সেই সমস্ত পাপ শাস্তি পাবার যোগ্য। আমরা হয়ত আমাদের সেই সমস্ত পাপের পার্থিব পরিণাম এড়িয়ে যেতে পারি, কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের পবিত্র ঈশ্বর সেই সমস্ত পাপ দেখে রুষ্ট হন। আমরা যখন আমাদের পাপ মেনে নিই এবং তা স্বীকার করি, তখন তা স্পিরিটের মতো উবে যায় না, তার বিচার ও শাস্তি প্রয়োজন। আমরা যে সমস্ত পাপ করেছি, তা শাস্তি ও অনন্ত মৃত্যুর যোগ্য। কিন্তু যোষেফের কথা মতো *"ঈশ্বর তা (অনিষ্ট করার কল্পনা) মঙ্গলের কল্পনা করলেন, আজ যেমন দেখছ, এইভাবে অনেকের প্রাণ রক্ষা করাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল"* (২০ পদ)। হ্যাঁ, আমাদের ঈশ্বর হলেন মুক্তিদাতা ঈশ্বর, তিনি মন্দকে উত্তমে রূপান্তরিত করেন, শাস্তির পরিবর্তে আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন। এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, যোষেফের আশা, স্বপ্ন ও স্বাভাবিক জীবনের মৃত্যুর মাধ্যমে সমস্ত পরিবারের প্রতি ঈশ্বর জীবন ও শান্তি আনয়ন করেছেন, এবং তাদেরকে দুর্ভিক্ষ থেকে উদ্ধার করেছেন। হ্যাঁ, আমরাও ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের পাপের কারণে যে শাস্তি পাবার যোগ্য ছিলাম, তার পরিবর্তে, ঈশ্বর যীশু খ্রীস্টেতে আমাদের প্রতি তাঁর নিশর্ত সুনজর প্রদর্শন করেছেন, যা পাবার যোগ্য আমরা কেউ ছিলাম না। প্রকৃত মন্দ ব্যক্তিদের প্রকৃত মন্দ কাজকে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের মঙ্গলার্থে কীভাবে রূপান্তরিত করেছেন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, যীশু খ্রীস্টের ক্রুশ। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর তার শ্রোতাদের এ বিষয় বলেছে, *"সেই ব্যক্তি ঈশ্বর নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে, সমর্পিত হলে, তোমরা তাঁকে অধর্মীদের হাত দ্বারা ক্রুশে দিয়ে বধ করেছিলে। ঈশ্বর মৃত্যু-যন্ত্রণা মুক্ত করে তাঁকে উঠিয়েছেন, কারণ তাঁকে ধরে রাখতে মৃত্যুর সাধ্য ছিল না"* (প্রেরিত ২:২৩-২৪)।

ক্রুশের নিচে আমরা এই কাহিনীর উভয় দিককেই দেখতে পাই। একদিকে, আমরা দেখতে পাই, যীশু খ্রীস্টের ব্যক্তিত্বের প্রতি ঈশ্বর মন্দের উপর তাঁর ন্যায়বিচার সাধন করেছেন। আমাদের পাপ এই পৃথিবীর প্রতি যে ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধন করেছিল, তার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধকে আমরা এই ক্রুশে দেখতে পাই। আমাদের সেই সমস্ত পাপ পিতার অনন্ত সান্নিধ্য

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

থেকে যীশুকে পৃথক করেছিল। কিন্তু অন্যদিকে, এই ক্রুশেই সেই মন্দকে ঈশ্বর উত্তমে রূপান্তরিত করেছেন। কারণ, যীশু খ্রীস্টের সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মাধ্যমেই আমরা আমাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়েছি, এবং ঈশ্বরের অনন্ত আশীর্বাদ লাভ করেছি। কেবল তাই নয়, তিনি আবার তাঁর মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত হয়েছেন, এবং আমাদের আগামী পুনরুত্থানকে নিশ্চিত করেছেন।

খ। ক্ষমার গভীরতা

যোষেফ যে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমা করেছে, তা উপলব্ধি করতে যোষেফের দাদারা যেমন ব্যর্থ হয়েছিল, ঠিক তেমনই, পিতা ঈশ্বর আমাদের কী পরিমাণে ক্ষমা করেছেন, তা উপলব্ধি করতে আমরাও ব্যর্থ হই। যোষেফ যে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমা করেছে, তার পক্ষে অনেক সাক্ষ্য দিয়েছিল, তথাপি তারা সে বিষয়ে বিশ্বাস করেনি। তারা ভেবেছিল, যোষেফ কেবল তাদের শাস্তি দেবার জন্য দিন গুনছে। ঠিক একইভাবে, আমরা অনেকে আছি, যারা আমাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের ক্ষমাদানকে সঠিক অর্থে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই। ফলস্বরূপ, বিশ্বাসী আমাদের জীবনে যখনই কোনও প্রতিকূল ঘটনা ঘটে, তখনই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমকে আমরা সন্দেহ করি। যখন কোনও নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, কারুর সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়, পরীক্ষায় ফেল করি, চাকরীতে উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তখনই আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে সন্দেহ করি। এই সমস্ত ঘটনাকে আমরা আমাদের জীবন ধ্বংস করতে তাঁর পরিকল্পনা হিসাবে চিন্তা করি।

এখন, যিনি আমাদের জন্য নিজের একমাত্র পুত্রকে পর্যন্ত ক্রুশে দিতে পারেন, তিনি কি আমাদের মঙ্গলার্থে কোনও কাজ করতে দ্বিধা করতে পারেন? পৌল এ বিষয়ে বলেছে, ***"যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সমর্পণ করলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্তই আমাদের অনুগ্রহপূর্বক দান করবেন না?"*** (রোমীয় ৮:৩২)। যিনি আমাদের জন্য এমন কাজ পর্যন্ত করতে পারেন, তিনি কি কখনও আমাদের প্রতি এখন হাল ছেড়ে দিতে পারেন? আমরা যদি খ্রীস্টে বিশ্বাসী হয়ে থাকি, তাহলে নিশ্চিত ভাবে জানি যে, আমাদের পাপ সকল প্রকৃত অর্থে ক্ষমা করা হয়েছে, খ্রীস্টের ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ করা হয়েছে, তাঁর প্রেমের সাগরে কবর দেওয়া হয়েছে। তাই, খ্রীস্টেতে তিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করে থাকেন, এবং তা কখনও আমাদের বর্তমান কোনও পাপের কারণে হাতছাড়া হয় না। তাই, বিশ্বাসী আমরা আমাদের জীবনে কোনও প্রতিকূল ঘটনাকে আমাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের শাস্তি হিসাবে নয়, কিন্তু, বিশ্বাসে পরিপক্ক হতে, আমাদেরই মঙ্গলার্থে সাধিত বিষয় হিসাবে চিন্তা করব (রোমীয় ৮:২৮)।

অন্যদিকে, আমাদের বিরুদ্ধে যখন কোনও অপরাধ সাধিত হয়, তখন আমাদের দায়িত্ব, আমরা যে ক্ষমা ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করেছি, তা তাদের প্রতি প্রদর্শন করা। পৌলের কথা মতো, ***"মন্দের দ্বারা আমরা যেন পরাজিত না হই, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে জয় করি"*** (রোমীয় ১২:২১)। যদিও আমরা সমস্ত ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে জোড়া লাগাতে পারি না (রোমীয় ১২:১৮), তথাপি আমাদের শত্রুদের ক্ষুধা ও পিপাসা দূর করতে আমরা যেন সর্বদা সচেষ্ট থাকি (রোমীয় ১২:২০)। তারা আমাদের ক্ষতি করে থাকলেও, তা স্বীকার না করলেও, কিংবা অনুতাপ না করলেও, আমরা তাদের ভালো করব।

কিন্তু বাস্তবে তা করা খুবই কঠিন। কারণ, আমাদের হৃদয় বলে, তারা যা করেছে, কেউ যেন তার প্রতিফল দেয়। হ্যাঁ, ঠিক কথা, তাদের প্রতিফল দেবার একজন আছেন: ***"প্রতিশোধ নেওয়া আমার কাজ, আমিই প্রতিফল দেব, ইহা প্রভু বলেন"*** (রোমীয় ১২:১৯, ২বিবরণ ৩২:৩৫)। হ্যাঁ, তিনিই সেই প্রতিফল দেবেন। কিন্তু আমরা যেহেতু বিচারকর্তা নই, আমরা মন্দের পরিশোধে মন্দ করব না। পরিবর্তে, আমরা ক্ষমা করার স্বাধীনতা পেয়েছি, সেই মন্দকে মুক্ত করার ও নিজেদের হৃদয়কে সেই মন্দের দ্বারা জর্জরিত করা থেকে উদ্ধার পাবার ক্ষমতা পেয়েছি। তাই, সেই মন্দের ক্ষমতার কাছে পরাজিত হবার পরিবর্তে, পবিত্র আত্মার ক্ষমতায় আমাদের ক্ষমা করতে হবে, যদিও তা পাবার যোগ্য তারা নয় (গ্রেহাম স্টেইনের স্ত্রীর কথা)। ক্রুশের দ্বারা আমরা যারা আমাদের পাপের ক্ষমা পেয়েছি, তারা অন্যদের পাপ ক্ষমা করতে দ্বিধা করি না।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com